The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXX, pp 193-206, ISSN 2306-3920

ধামরাই অঞ্চলের ব্রত-পার্বণ : ক্ষেত্রসমীক্ষণ ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ

আহসান ইমাম*

[**সার-সংক্ষেপ :** বিশ্বজুড়ে লোকসংস্কৃতির সব আঙ্গিক ছড়িয়ে রয়েছে। তবে বাংলাদেশের নারীদের নিজস্ব এমন একটি আঙ্গিক রয়েছে তার কোনও প্রতিতুলনা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কোথাও নেই। এটি লৌকিক জীবনের ব্রত এবং সেইসব ব্রতকে কেন্দ্র করে যেসব ব্রতকথা গড়ে উঠেছে তারও ঐতিহ্য রয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা জেলার ধামরাই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে। বাংলার ব্রতকথা মানসিক ও সাহিত্যিক উৎকর্ষে এক ব্যতিক্রম ঐতিহ্য। এর সামাজিক, মানবিক এবং সাহিত্যের প্রভাব যে কত বহুধাবিস্তৃত তার পরিচয় পাওয়া যাবে এসব লিখিত ঐতিহ্য। কিশোরী, বৃদ্ধ, বিবাহিত নারীর অনেক আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় ব্রত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। লৌকিক সমাজের এমনদিক নিয়েই ধামরাই অঞ্চলের ব্রত পার্বণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার জন্য ক্ষেত্র হিসেবে ঢাকা জেলার ধামরাই অঞ্চলকে বেছে নেয়া হয়েছে। ধামরাই অঞ্চলের বাড়ীগাঁও গবেষণার মূল অঞ্চল। এখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় দশটি পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে ক্ষেত্রসমীক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বই-পত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে। ব্রতের আচার, উপাচার ও এর সাহিত্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে।]

'বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ' এই বাংলাদেশ। এই বাংলায় এমন কোনো মাস নেই যে মাসে কোনও ব্রত বা পার্বণ বা অনুষ্ঠান নেই। মানুষের কামনা-বাসনা পূরণের নিমিত্তে কৃত্যই ব্রত। কোন কিছুর উদ্দেশ্যে নারীসমাজ আন্তরিকভাবে যে সকল ক্রিয়াচার পালন করে তাই হল ব্রত। ব্রত হল ধর্মের গার্হস্থ্য রূপ। ব্রতকে জাদুবিদ্যাগত প্রতিকী অভিব্যক্তি ব্যঞ্জিত অনুষ্ঠানও বলা চলে। ব্রত যে করে, তাকে ব্রতী বলে। (শীলা বসাক ২০১৭:২)

'বৃ' ধাতু থেকে ব্রত শব্দ (√বৃ+অত (অতক্) = ব্রত) উৎপন্ন। ব্রত কথাটির সাধারণ অর্থ নিয়ম বা সংযম। ব্রত নিয়ম এবং সংযমের মধ্য দিয়ে মঙ্গলকামনা দ্বারা

* **আহসান ইমাম :** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

নিয়ন্ত্রিত অনুষ্ঠান। ব্রত পালনকারীদের সাধারণ ধারণা, ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে পাপক্ষয় হয়। ব্রত আরেক অর্থে মানুষের তথা নারীর কামানার অনুষ্ঠান। ব্রত সাধারণত নারীরাই পালন করে থাকে তবে কোন কোন অঞ্চলে কিছু পুরুষদেরকেও ব্রত পালন করতে দেখা যায়। ব্রতের মধ্যে দিয়ে মানুষের পার্থিব কামনা-বাসনার প্রকাশ ঘটে। ব্রত হল পুণ্যলাভ, ইষ্টলাভ, পাপক্ষয় প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠিত ধর্মকর্ম, ধর্মানুষ্ঠান বা তপস্যা (শীলা বসাক ২০১৭:২)

ব্রতের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি আলপনা, অপরটি ছড়া বলা বা গান গাওয়া। আর তৃতীয়ত হল আচার যার ভেতর দিয়ে ব্রতীর নিয়মনিষ্ঠা বা সংযমের প্রকাশ ঘটে। চতুর্থত বা শেষ হল ব্রতকথা শোনা–যার মাধ্যমে সম-বাসনার মানুষ পরস্পর মিলিত হয়।

ব্রত শব্দের অর্থ পাপক্ষয়কর পূণ্যজনক নিয়ম। এই নিয়মের বশবর্তী হয়ে গৃহলক্ষীগণ নানারকম পুণ্যকর্ম করে গৃহের মঙ্গলসাধন করেন। তাঁরা স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে সংসার করবেন বলেই শৈশবে কুমারী অবস্থা হতেই শিবপূজা, পুণ্যিপুকুর, সমপুকুর, সেঁজুতি প্রভৃতি নানারকম ব্রত পালন করেন। বিয়ের পর ত্রয়ো সংক্রান্তি, অক্ষয় সিন্দুর, গুপ্তধন, ফলগচানে প্রভৃতি পুণ্যব্রত করেন।

অএতব দেখা যায় যে, এ অঞ্চলের কুললক্ষ্মীগণ পরিবারের মঙ্গলের জন্য চিরকাল কুমারী অবস্থা থেকে আজীবন নতুন নতুন নানারকম পুণ্যব্রত করে সংসারে সুখ ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে আসছেন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন ব্রতাচার সাধারণত হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীগণ পালন করে থাকেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এ অনুষ্ঠানের প্রচলন অধিক। এই ব্রত নিয়ম উপবাস অবলম্বনে হিন্দু মেয়েরা বাল্যকাল থেকেই স্বামীভক্তি, গুরুভক্তি, ধর্মে বিশ্বাস, গৃহধর্মে আস্থা, ইন্দ্রিয় সংযম প্রভৃতি সদ্‌গুণ শিক্ষা নিয়ে সচ্চরিত্রা পতিপরায়ণ হয়ে থাকেন।

বাংলাদেশে মেয়েলি ব্রতের দুটি বিশেষ দিক আছে একটি দিকে ক্রিয়াশীল শিক্ষা, অন্য দিকে সক্রিয় সাহিত্যের দিক। যেহেতু ব্রত লোকজীবনজাত শিক্ষা ও সাহিত্য, তাই ব্রতকথাগুলিকে একই কালে লোকশিল্প এবং লোকসাহিত্য দুয়েরেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০১২:৭)। ব্রতকথাগুলি কোনও বিচ্ছিন্ন লোকশিল্প বা লোকসাহিত্য নয়- এদেশের বৃহত্তর শিল্পপ্রবাহের সঙ্গে এর সংযোগ রয়েছে। শুধু ধামরাই অঞ্চলে নয়, সমগ্র বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও না কোনওভাবে ব্রতকথাগুলির প্রচলন আছে। বর্তমান গবেষণায় ব্রত বলতে লোকজীবনের সাথে সম্পৃক্ত ব্রতকথা গুলিকেই বোঝানো হয়েছে। পুঁথি আর রাজরাজাদের আশ্রয় ছেড়ে এরা বেঁচে আছে লোকজীবনে লোকমৃত্তিকার উর্বরতায়।

আবার অন্যভাবে বলা যায়, ব্রতকথা হল-কামনার প্রতিক্রিয়া, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিচ্ছবি। প্রথাগত সংসারের শাস্ত্রীয় নিয়মনীতির বাইরে অন্তঃপুর বাসিনীর

বুকের ভিতরে বাসা বাঁধা ছোট ছোট দুঃখগুলিকে সুখে পরিণত করার কামনায় এ এক লৌকিক ধারা-আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। ব্রতের কামনায় শুধু ধন নয় মান নয় এতটুকু ভালবাসার জন্য প্রার্থনা। একে তো আবার শুধু কামনাও বলা যায় না। এই কামনা মেয়েরা করলেও মেয়েলি কামনা নয়। তাদেরকে ঘিরে যে বৃহত্তর সংসার-তার কল্যাণ কামনার মধ্যে একটি মহৎপ্রাণের উপস্থিতি আছে। কুমারী এবং সধবা তারা নিজের নিজের কামনা অনুচ্চার ব্রতে রূপ দেন যেমন তেমনি নাচে গানে মুখরিত হয়ে ওঠেন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, মেয়েলি গীত ব্রতের সঙ্গে যুক্ত। ব্রতকথার সঙ্গে ছড়াও একান্ত হয়ে থাকে। ব্রতের মধ্যে চিত্রকলা, গীতকলা ও নাট্যকলার আশ্চর্য সহাবস্থা এবং সমন্বয়ও প্রত্যক্ষ করা যায়। বেশিরভাগ ব্রতে ছড়া হয় গীত কিংবা নাট্য আকারে। এ প্রসঙ্গে শীলা বসাক বলেন "মেয়েলি সংগীত ব্রতের একটি বিশেষ অঙ্গ। এইসব গীত মেয়েদের মধ্যে শাশুড়ি থেকে বধুতে, মা থেকে মেয়েতে সঞ্চারিত। ব্রতের অনুষ্ঠান ছাড়াও ফুলতোলা, জলভরা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছড়া বা গান গাওয়া হয়।" (শীলা বসাক ২০১৭ : ৩৯)

ধামরাই অঞ্চলে প্রাপ্ত ব্রতকথার নিদর্শনস্বরূপ এর ক্ষেত্রসমীক্ষণ ভিত্তিক পর্যালোচনাসহ এর সাহিত্যের দিক তুলে ধরা হল :

লক্ষ্মীব্রত কথা

জোসনা রানী সরকারের তথ্যমতে[১] লক্ষ্মীপুজা প্রায় প্রত্যেক মাসেই হয়ে থাকে। সাধারণত ধামরাই অঞ্চলের অধিবাসীগণ বৃহস্পতিবারই লক্ষীপুজার আয়োজন করে থাকেন। তবে এ অঞ্চলে সাধারণত নিম্নলিখিত মাসে লক্ষ্মী পুজা হয়ে থাকে:

১. চৈত্র মাস
২. ভাদ্র মাস
৩. কার্তিক মাস (অমাবস্যা রাত্রিতে)
৪. পৌষ মাস
৫. ক্ষেত্র ব্রত (অগ্রহায়ণে)

পৌষ মাসের লক্ষ্মীপুজার কথা: এক ব্রাহ্মণীর বড়ো কষ্ট, পাঁচটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটি বড়, ছেলেগুলি ছোট, তাদের বাপ নেই, তাই অতিকষ্টে একবেলা একমুঠো খাবার জোটে। একদিন মেয়েটি বললো, মা তুমি মামির কাছে যাও না, যদি তিনি কিছু পয়সাকড়ি দেন। তখন বোনের ছেলেটিকে কোলে করে ব্রাহ্মণী ভাইয়ের বউয়ের কাছে গেলেন। ভাইবউ বললেন, কী মনে করে গো? ব্রাহ্মণী বললেন 'বোন, খেতে পাইনা, ছেলে-মেয়ে না খেতে খেতে পেয়ে মারা গেল। বউ, দাদা যদি দয়া করে কিছু দেন তাই এসেছি। বউ বললেন, 'তাকে আর এসব কথা কী বলব, তুমি রোজ এসে আমার কাজকর্ম করে চালডাল ঝেড়ে দিয়ে যেও, আর খুদ কুড়ো যা পাবে নিয়ে

যেও। ব্রাহ্মণী পেটের জ্বালায় তাই করেন। একদিনে তিনি বললেন, 'বউ' পাতা দেবে? বউ বললেন।

ঢোলা ঢোলা লাউয়ের পাতা
তোমার ভাইয়ের গোনা গাঁথা।

তবে, যদি আমার মাথার দুটো উকুন বেছে দিয়ে যেতে পারো, তাহলে দুটো লাউপাতা দেব। ননদ বললেন 'বউ আজ লক্ষ্মীবার উকুন যে দেখতে নেই, কাল এসে উকুন বেছে দেব, ছেলেরা আমার সমস্ত দিন না খেয়ে আছে আমি এখন যাই বউ। তখন লাউ পাতা দেওয়া দূরে থাক খুদগুলিত আঁচল থেকে কেড়ে নিয়ে বললেন মর আবাগী, নিজের মঙ্গলটি জানো আর ভাইয়ের মঙ্গল খোঁজো না? আজ লক্ষ্মীবার, বাড়ি থেকে খুদগুলো বার করে নিয়ে যাচ্ছ? ননদ তখন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির বার হয়ে চলে গেলেন।

পথে যেতে যেতে তিনি ভাবলেন, আজ সামনে যা পাই তাই খাব। দেখেন একটা খুব খুব বড়ো কেউটেসাপ মরে পড়ে আছে। সেই সাপটাকে নিয়ে বাড়ি গেলেন, মনে করলেন আজ এই সাপটাকে সিদ্ধ করে খেয়ে সবাই মরব। কুটি কুটি করে কুটে একটা নতুন হাঁড়িতে করে উনুনে চড়িয়ে জ্বাল দিতে লাগলেন। যতই জ্বাল দেন ততই সোনার ফেনা উঠে, ক্রমে ঘর দরজা সব ভরে গেল। আহ্লাদে আর তখন ক্ষুদা তৃষ্ণা নেই। বড়ো ছেলেটি এক খুরি ফেনানিয়ে সেকরার দোকানে গেল, সেকরা এক খুরি টাকা দিলেন। সেই টাকার চাল, ডাল, লবণ, তেল সব কিনে আনলো। তখন তাদের লক্ষ্মীপূজা করার ইচ্ছা হল। গিন্নি বললেন, আজ তখন তাদের লক্ষ্মীবার যখন আমাদের এত টাকা হল তখন মা লক্ষ্মীর পূজা করি। এই ঠিক করে তিনি স্নান করে এসে শুদ্ধ আচারে রান্না করলেন ঘরে চৌকি পেতে আল্পনা দিয়ে নতুন ধান এনে পিঠে পায়েস করে মা লক্ষীর পূজা করলেন। ব্রাহ্মণ খাওয়ালেন, পাড়ার সকলকে প্রসাদ দিয়ে শেষে নিজেরা খেলেন। সেই সোনাতে সকলের দুঃখ কষ্ট দূর হল। ক্রমে দাস-দাসী , লোক-লস্কর, হাতি-ঘোড়া, রাজার বাড়ির মতো বাড়ি হলো, ছেলেদের বিয়ে হল, প্রতিমার মতোবউ এল, মেয়েটিকে সে দেশের রাজার ছেলে বিয়ে করে নিয়ে গেলেন। আর কোনো কষ্ট নেই, সকলে সুখে থাকলেন। ভাইবউ এইসব কথা শুনে ভাবলেন, ঠাকুরঝি এর মধ্যে এত বড়ো মানুষ কী করে হল। একদিন তাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তাদের বউ ঝি সকলেই গায়ে গয়না পরে, নিজেদের ঘরে খেয়ে, পালকি চড়ে নিমন্ত্রণ রাখতে গেল। তারা আসতেই বউ, ভাগ্না ভাগ্নি বলে, বউয়ের মুখে আদর করে ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর আসন পেতে ঠাঁই করে অনেক রকম তরকারি দিয়ে ভাত বেড়ে দিলেন। বউয়েরা গায়ের সব গয়না খুলে আসনের উপর রেখে বলতে লাগল:

সোনা দানার বড়ো মান্য,
সোনার কল্যাণে নেমতন্ন

ঢোলা ঢোলা লাউয়ের পাত,
খাত সোনা পিঠি ভাত।

তখন ব্রাক্ষ্মনীর ভাইবউ বললেন, ঠাকুরঝি তোমার ঝি বউয়েরা সব কী বলছে গো? ওরা কিছু খাচ্ছে না কেন? ননদ বললেন, তুমি ত ওদের খেতে বলোনি? সোনা দানাকেই নিমন্ত্রণ করেছ। যখন আমার দুঃখ কষ্ট ছিল, দুটো লাউয়ের পাতাও দিতে পারোনি, আঁচল থেকে খুদগুলি পর্যন্ত ঢেলে নিয়েছিলে, মনে আছে কি? তখন ভাইবউ ননদের হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন। সুখের সময় ভাই ভাইবউ আপনার হল। তিনি নিজের বউ ঝি নিয়ে ঘরে গেলেন। কিছুদিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে তিনি স্বর্গে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন তোমারা সব সময় আমার মতো মা লক্ষ্মীর পূজা করবে, তাহলে তোমাদের কখনও কোন কষ্ট হবে না। সেই থেকে পৃথিবীতে লক্ষ্মীপূজা প্রচার হল।

কুমারী ব্রত

মিতু সরকার বলেন[২] বৈশাখ মাসের চৈত্র সংক্রান্তি (চৈত্র মাসের শেষ দিন), অথবা চড়কপূজার দিন শিবব্রত আরম্ভ করে বৈশাখ সংক্রান্তি অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শেষ দিন অবধি রোজ ভোরে (অথবা সকাল বেলায়) ব্রত করতে হবে। রোজই গড়তে হবে নতুন শিব, রোজই দিতে হবে আলপনা। পাঁচ বৎসর বয়সে কুমারী প্রথম নেবে এই ব্রত তারপর চার বৎসর ব্রত পালন করে নয় বৎসর বয়সে করবে ব্রত উদযাপন। ব্রত উদযাপনের সময় চাই সোনার বেলপাতা। ব্রাক্ষ্মণ ভোজন করিয়ে দক্ষিণা সঙ্গে সেই সোনার বেলপাতাও দান করতে হবে তাঁকে।

ব্রতের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

১। শিব গড়ার মাটি (পুকুর কি অন্য কোনো ভাল জায়গার এঁটেল মাটি হলেই চলবে।
২। শিব বসাবার তামার টাট একখানি
৩। আকন্দ ফুল
৪। ধুতুরা ফুল
৫। বেলপাতা
৬। দুর্বা
৭। বেলের খোলা
৮। শ্বেত চন্দন
৯। আলো চাল ও
১০। নৈবেদের আলো চাল আর কলা

মূর্তি গঠন ও মূর্তি স্থাপন নিজের বৃদ্ধা আঙুলের মাপে কুমারী নিজ হাতে শিব গড়বে।

পূজার জায়গা বেশ করে ধুয়ে রং দিয়ে নিজ হাতের মাপে আকতে হবে একটি (চৌকা) বর্গক্ষেত্র, তার মধ্যে থাকবে একটি (গোল) মন্ডল, সেই মন্ডলের মধ্যে থাকবে একটি ত্রিভুজ (ত্রিকোণ)

এবার তামার টাটখানিকে ঠিক তার মাঝখানে বসিয়ে তার মধ্যে দিতে হবে একটি বেলপাতা। শিবকে বসাবে সেই গোলপাতার উপর।

শিবপূজা মুর্তি স্থাপনের পর বেলের খোলায় করে তিনবার মন্ত্র পড়ে শিবের মাথায় জল ঢেলে দেবে।

শিবের মাথায় জল দেবার মন্ত্র:

শিল শিলানে শিলে,
বাটন শিল অঝোর ঝরে,
স্বর্গ হতে মহাদেব বলে গৌরী কি করে।
আশ লড়ে পাশ লড়ে সিংহাসন।
হর গৌরী কোলে করে গৌরী আরাধন।

এইভাবে জল ঢেলে শিবকে স্নান করানো হলে তারপর ফুল, বেলপাতা, দূর্বা, আলো চাল সব একসাথে নিয়ে মন্ত্র পড়ে তিনবার অঞ্জলি দেবে।

অঞ্জলির মন্ত্র:

কাল পুস্প তুলতে গেলাম সেখানে লতাপাতা শিবের চরণ দেখা হল শিবের মাথায় জটা অখণ্ড বিল্বপত্র তোলা গঙ্গাজল এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর।

অঞ্জলি দানের পর "নমঃ শিবায় নমঃ" বলে নৈবদ্যতে ফুল আর বেলপাতা দেবে। তারপর প্রণাম করবে।

প্রণামের মন্ত্র:

নমঃ শিবায় নমঃ নমঃ শিবায় নমঃ।
নমঃ শিবায় নমঃ নমঃ হরায় বজ্রায় নমঃ।

পুণ্যি-পুকুর ব্রত

মালা রাণী সরকার বলেন[৩] চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের শেষ দিন অবধি রোজ সকালবেলায় ব্রতপালন করে যেতে হয়। পরপর চার বৎসর ব্রতপালনের শেষে হয় ব্রত উদ্‌যাপন। ব্রত উদযাপনের সময় ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে ষোড়শদান দক্ষিণার সাথে ব্রাহ্মণকে দিতে হয় সোনার বেল। কোথাও কোথাও চারজন ব্রাহ্মণকে খাওয়ানোর বিধিও আছে।

ব্রত সরঞ্জাম: শ্বেত পুস্প, চন্দন, দুর্বা, আর একঘটি জল। ব্রতানুষ্ঠান: পুকুরপাড়ে কি বাড়ির উঠোনে একহাত চৌক পুকুর করবে। শানের মেঝেয় পুকুর করতে হলে আল দেবে। গর্ত খুঁড়তে হবে না। পুকুরে করতে হবে চারটে ঘাট, ঘাটের দুই পাশে

কড়ি সাজিয়ে দেবে। মাঝখানে পুতবে একটি তুলসী গাছ। (অনেক ডাল আর পাতা শুদ্ধ বেলও দেয়)।

তারপর পূর্বমুখ কি উত্তর মুখ হয়ে বসে মন্ত্র পড়ে গাছে আর পুকুরে একঘটি করে জল ঢালবে।

গাছে জল ঢালবার মন্ত্র:

তুলসী তুলসী নারায়ন।
তুমি তুলসী বৃন্দাবন ॥
তোমার মনে ঢালি জল।
অন্ত্রিমকালে দিও স্থল ॥

পুকুরে জল ঢালবার মন্ত্র:

পুণ্যি পুকুর পুস্পমালা
কে পুজেরে দুপুর বেলা ॥
আমি সতী লীলাবতী।
সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী ॥

তারপর মন্ত্র পাঠ করে তিনবার পুকুরে ফুল, চন্দন, আর দর্বা দেবে।

ফুল চন্দন দুর্বা দেয়ার মন্ত্র:

এ পূজলে কী হয়।
নির্ধারণী ধন হয় ॥
সাবিত্রী সমান হয়।
স্বামী আদরিনী হয়।
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে।
মরণ হয় যেন একগলা গঙ্গাজল ॥

এবার গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে ব্রত সমাপন করবে। চতুর্থ বৎসর ব্রত উদযাপনের সময় এক ডজন কড়ি দিতে হয়। সে কড়ি ভাই পেয়ে থাকে।

গো-কল ব্রত

বিনু রাণী সরকার বলেন[৪] ব্রতচারিণী চৈত্র মাসে চড়ক সংক্রান্তির দিন থেকে সারা বৈশাখ মাস রোজ গো কল ব্রত করতে হয়। পাঁচ বৎসর বয়সে কুমারী এই ব্রত নেবে, চার বৎসর পালনের পর ব্রত উদযাপন করবে।

ব্রত দ্রব্যাদি: গো কল ব্রতের জন্য:

১. দুর্বা ঘাস তিন আঁটি
২. পাকা কলা তিনটি

৩. পাখা একটি
৪. একঘটি জল
৫. ছোটো একটি কাটিতে কিছুটা সরিষার তেল
৬. কিছুটা হলুদ বাটা
৭. একটু সিঁদুর গোলা
৮. একটি চন্দন
৯. একটি আয়না
১০. একটি চিরুনি।

ব্রত অনুষ্ঠানঃ কুমারী গাই গরুর শিঙে তেল মেখে মাথায় একটু জলের ছিটকা দিবে। তারপর গরুর কপালে হলুদ, সিঁদুর, আর চন্দনের ফোঁটো দিবে। চার পায়ে তেল-হলুদ মেখে জল দিয়ে পা ধুইয়ে দেয়, তারপর আঁচল দিয়ে পা মুখে দেয়া চিরুনি দিয়ে গরুর মাথা আঁচড়ে দিয়ে আয়না দেখাবে তার মুখে।

এভাবে গরুর পরিচর্যা করার পর এক আঁটি দুর্বা ঘাস একটি কলা দিয়ে মন্ত্র পড়ে গরুকে খেতে দেবে।

গো-কল গোকূলে বাস
গরুর মুখে দিয়ে ঘাস
হয় যেন মোর স্বর্গে বাস ॥

এইভাবে তিন আঁটি ঘাস আর তিনটি কলা তিনবার মন্ত্র পড়ে খাওয়ানোর পর তিনটি কলা তিনবার মন্ত্র পড়ে খাওয়ানোর পর গরুকে পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বলবেঃ *মন্ত্র:*

রোগ-শোক দূর হোক
কীট-পতঙ্গ দূর হোক।
মশা-মাছি দূর হোক ॥
তোমাকে ঘুরিয়ে পাখা
আমার হাতে হোক সোনার শাঁখা ॥

তারপর গরুকে নমস্কার করবে।

গো-কল ব্রত উদযাপনের সময় যা যা প্রয়োজন :

১. সোনার পিং দুইটি
২. রূপার খুর চারটি
৩. কাপড় একটি
৪. লাঠি একগাছা
৫. ছাতা একটি

পৃথিবী ব্রত

ধামরাইরের অধিবাসী সুদেবী রাণী সরকার বলেন[৫] ব্রতকাল ও ব্রতচারিণী পৃথিবী ব্রত করে চৈত্র সংক্রান্তিকে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন। পাঁচ বৎসরে শুরু করে নয় বৎসর বয়সে ব্রত উদযাপন করা হয়। তবে এ বিষয়ে খুব কড়াকড়ি নেই। উদ্‌যাপন করা হয়। তবে এ বিষয়ে খুব কড়াকড়ি নেই। উদ্‌যাপনের সময় চাই সোনার পদ্মপাতা ব্রাহ্মণভোজনের পর দক্ষিণার সঙ্গে ব্রাহ্মণ তা পেয়ে থাকেন।

ব্রত অনুষ্ঠান: পিটুনি দিয়ে মাটিতে আঁকবে পদ্মের একটি ঝাড়. তার মাঝখানে থাকবে ফোটা শতদল পদ্ম। সেই ফোঁটা শতদল পদ্মের উপরে আঁকবে পৃথিবী যেন পৃথিবীকে বসানো হয়েছে শতদলের উপর।

তারপর ছোটো শাঁখের মধ্যে, কিংবা ছোটো ছোটে মাটিতে মধু, দুধ, ঘি, একসঙ্গে নিয়ে সেই আল্পনার সামনে পূর্বমুখ কি উত্তরমুখ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে মন্ত্র পড়ে আল্পনার উপর ঢেলে দেবে সেই সব। তিনবার মন্ত্র পড়ে তিনবার ঢালবে। কোথাও কোথাও মধু,দুধ, ঘি এর বদলে দেয় ফুল আর দুর্বা।

মন্ত্র:

এসো পৃথিবী বসো পদ্মে,
শঙ্খচক্র ধরি হস্তে।
খাওয়ার ক্ষীর মাখন ননী,
আমি যেন সেই রাজার রানি ॥

যমপুকুর ব্রত

লক্ষ্মী রাণী সরকার বলেন[৬]ব্রতকাল ও ব্রত উদযাপন আশ্বিন সংক্রান্তি (আশ্বিন মাসের শেষ দিন) অথবা কার্তিক মাসের প্রথম দিন থেকে কার্তিক সংক্রান্তি পর্যন্ত রোজ যমপুকুর ব্রত করতে হয়। চার বৎসর পরে হয় ব্রত উদযাপন। ব্রত উদযাপনের সময় চারজন ব্রক্ষণকে ভোজন দক্ষিণা দিতে হয়, আর এক ডজন কার্ড দিয়ে ব্রত উদ্‌যাপন করে সেই কড়ি দিতে হয় ভাইকে। কোথাও কোথাও রাখালকেও দেয় কাপড়, জুতা, ছাতা, আর দশকড়া কড়ি।

ব্রত অনুষ্ঠান: বাড়ির উঠানে, কী বাগানে, অথবা পুকুরপাড়ে কুমারী নিজ হাতের এক হাত পুকুর কাটবে। চারপাশের করবে চারটি ঘাট। পুকুরের মাঝখানে পুঁতে দেবে কচুগাছ, হলুদ গাছ কলসি গাছ। তারপর জল দিয়ে পুকুর ভরাবে। ছোটো ছোটো পুতুল বানিয়ে পুকুরের চারধারে ভসাবে। দক্ষিণদিকের ঘাটের উপর থাকবে যমরাজ, যমরানি আর ঘরের মাসির পুতুল, উত্তরদিকে ঘাটের উপর থাকবে মেছো আর মেছেনী যেন মাছ ধরছে এই রকম পুতুল পূর্বদিকের ঘাটের উপর পুতুল থাকবে যেন ধোপা

আর ধোপানি কাপড় কাচছে আর শেকো-শেকোনী আছে বসে, পশ্চিম দিকের ঘাটে থাকবে বক, চিল, কুমির, কচ্ছপ আর হাঙ্গরের পুতুল।

তারপর ব্রত অনুষ্ঠানের সময় পুকুরের চারকোণে পুঁতে দেবে চারকড়া কড়ি, চারটি হলুদ, আর চারটি সুপাড়ি। পুকুড়পাড়ে জ্বেলে দিবে প্রদীপ।

এবার পুকুরপাড়ে পূর্বমুখ কি উত্তর মুখ হয়ে বসে পূজা আরম্ভ করবে।

পূজার মন্ত্র

১। পুকুরে জল দেবার মন্ত্র:

সুখনি কলসি লহ্ লহ করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে ॥
মারল পক্ষী সুকোর বিল।
সোনার কোটা রূপার খিল ॥
খিল খুলতে হাতে, গেল ছড়
আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর।

২। গাছে জল দেবার মন্ত্র:

কালো কচু সাদা কচু লহ লহ করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মরণ পক্ষী সুকোর বিল
সোনার কোটো রূপার খিল ॥
খিল খুলতে হাতে গেল ছড়।
আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর ॥
লক্ষ লক্ষ দিলে বর।
ধনে পুত্রে বাড়ুক ঘর।

এবার মন্ত্র পড়ে ফুক দিয়ে একে একে সব কয়টি পুতুলের এমনকী কাক, বক চিলেরও পূজা করবে।

৩। ফুল দেবার মন্ত্র:

যমরাজা স্বামী থেকো যম-পুকুরটি পুজি।
যমরাণি সাক্ষী থেকো যম পুকুর পুজি।
যমের মাসি সাক্ষী থেকো যম পুকুর পুজি
যম পুকুর পুজি
সোনার থানে ভুজন
সোনার থালে ক্ষীরের নাড়ু
শাঁখার উপর সুবর্ণের খাড়ু

চারিকোণা পুকুরটি টুবু টুবু করে
ভবানীর পাখিটি আনাগোনা করে।
এ পুকুরটি কী?
ভাগ্যবতী পুজেছিল জল ঘাটের দি ॥

সেঁজুতি ব্রত

লক্ষ্মীরাণী সরকার বলেন[৬]সেজুতি খুব বড় ব্রত। সকল ব্রত করলেন ধনী, বাকী রইল সাজঁ সূজতী। এই ব্রতটিকে প্রায় চল্লিশ রকমের জিনিস আলপনা দিয়ে লিখতে হয় এবং তার প্রত্যেকটিতে ফুল ধরে, এক একটি ছড়া বলতে হয়। কিন্তু ছড়াগুলি সব টকুরো টুকরো। যেমন-

সাঁজপুকুর সেজুতি
ষোল ঘরে পোষা ব্রতী
আর এক ঘরে আমি
ব্রতী হয়ে মাগলাম বর
ধনে হলে পুরুক বাপমার ঘর।
বেগুন পাতায় ফুল ধরে
বেগুন পাতা ঢোলা ঢোলা
মার কোলে সোনার তোলা
দোলায় ফুল ধরে
বাপের বাড়ির দোলাখানি
শ্বশুর বাড়ি যায়।
আসতে যেতে দুইজনে
ঘৃত মধু খায়।

কুলগাছ, ফুলগাছ, কেঁকুড়ি
সতীন বেটি মেকুড়ি।
ময়না, ময়না, ময়না
সতীন যেন হয় না।

প্রতেক্য জিনিসে ফুল ধরে
মাকড়সা, মাকড়সা, চিত্রের ফোঁটা।
মা যেন বিয়োয় চাঁদপানা বেটা।
গুয়ো গাছ, কাকুনি গাছ।
মুধে ধরি মাঝা।
বাপ হয়েছেন রাজেশ্বর
ভাই হয়েছেন রাজা।
ওই আনসে টাকার ছানা,

তাই গুনতে গেল বেলা।
ওই আসছে ধানের ছালা,
তাই মাপতে গেল বেলা।

কেন রে নাতি, এত রাতি?
কাদের পড়িল ছাতি,
তাই তুললে এত রাতি।

ফুল ফুটেছে রেণে
যখন ঠাকুর বর দেন
আপনার ফুল কুড়িয়ে নেন। ইত্যাদি

ব্রতকথার কোনো নির্দিষ্ট রচনাকার নেই। বলা যায় আমাদের সমাজই ব্রতকথার স্রষ্টা ও সংরক্ষক। অর্থাৎ অগণিত মানুষের সমবেত চেষ্টার ফলেই সমাজমানস থেকেই ব্রতকথার জন্ম। নৈতিক আদর্শের দিক দিয়েও ব্রতানুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। সুচিন্তিত কল্যাণকর বিষয়ে মনকে নির্দিষ্ট করতে পারলে মন স্থির হয়। নির্দিষ্ট এবং আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিতিতে গৃহে যে আনন্দের বাতাবরণ তৈরি হয় তাতে নারীদের ভূমিকাকেই মুখ্য হয়ে থাকে। 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' প্রভৃতি ভাবনাও পরিবারের সকলের কল্যাণকামনায় মেয়েদের এগিয়ে রেখেছে।

'ব্রতীদের' একটি মাত্র উদ্দেশ্য মঙ্গলকামনা-সেটা ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠীরও হতে পারে। বলা যায় ব্রতকথা লোককথার একটি অঙ্গ। লোককথায় যেমন সহজ জীবন প্রকাশ পায়, তেমনি ব্রতকথাগুলিতেও সহজ জীবন ধরা দেয়। এগুলি কেবল ইচ্ছাপূরণের তাগিদ বা আনন্দের প্রকাশই নয়, এর মধ্যে লোকসমাজের বেদনাময় সংগ্রামের বিষয়টিও লুকায়িত। ধামরাই অঞ্চলের ব্রতকথায় দেবদেবীরা হলেন লৌকিক দেবদেবী। কারণ ব্রতকথার প্রধান লক্ষ্য হল ইহজগতের কামনা বাসনা। ফলে ব্রতের কাহিনির মধ্যে সমাজজীবনের ছবি, পারিবারিক- সামাজিক আশা-আকাঙ্খার চিত্র স্পষ্ট। যেমন পুণ্যিপুকুর ব্রতে গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরমে বেশিরভাগই জল-সংক্রান্ত এবং উদ্ভিদ ও পৃথিবী সংক্রান্ত। আর এতে স্বামী-পুত্র-ধন-ঐশ্বর্য-সাংসারিক মঙ্গলকামনাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

আবার উল্লিখিত ব্রতের অনুষ্ঠানের মধ্যে চিত্রকলা, গীতকলা ও নাট্যকলার বিচিত্র সমাবেশও দেখা যায়। অর্থাৎ চিত্র-নাট্য-গীত ত্রিবেনী সঙ্গম। ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানের যে ক্রিয়া বা অভিনয় (কখনও বা নৃত্যের ভঙ্গিতে) করা হয় তারমধ্যে দিয়ে নাট্যের পরিচয় এবং ছড়া ও গানের মধ্য দিয়ে সুর সহযোগে গীতের পরিচয় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ ব্রতের আচার বা ক্রিয়ানুষ্ঠান সামাজিক ও নৈতিক মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্রতকথা ধামরাই অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান যা এই সমাজের সংস্কৃতিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছে। সমৃদ্ধ করেছে নিজ নিজ পরিবারকে। বহুপ্রাচীনকাল থেকেই অন্দরমহলে এই অঞ্চলের মেয়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রত অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে তাঁদের পরিবারের মঙ্গল কামনায় ব্রতী হয়েছেন। আর ব্রতপার্বণের সঙ্গে যে সাহিত্য তথা ছড়া, মন্ত্র, কাহিনি ইত্যাদি পরিবেশিত হয়ে আসছে তা ব্রতপার্বণকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। ব্রতকথার মধ্যে নারীর ইহজাগতিক আকাঙ্ক্ষা ও মঙ্গলকামনা এবং শাস্ত্রীয় ধর্মভাবনা, সেই সাথে সাহিত্য পরিব্যক্ত হয়ে আছে। এই ঐতিহ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে লালিত বাঙালি নারীর মনের কথা জানা যায়।

ধামরাইয়ের লোকসংস্কৃতির এই ধারাটি আজ প্রায় অনেকটা পরিবর্তিত। বর্তমান আধুনিক হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েরা অনেকটা এই ব্রতাচার থেকে দূরে অবস্থান করছে। তবে সব পরিবারের চিত্র এমন নয়। অধিকাংশ পরিবার বংশপরম্পরায় ব্রত পার্বণ এখনও পালন করে আসছে। তবে পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে উপকরণাদির পরিবর্তন এসেছে। অনাদিকাল থেকে এই অঞ্চলের মানুষ ব্রত পার্বণের মধ্য দিয়ে নিজেদের সম্প্রদায়গত ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখেছে।

তথ্যসূত্র :

১. নামঃ জোছনা রাণী সরকার, পিতাঃ প্রফুল্ল বিশ্বাস, বয়সঃ ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৫ম শ্রেণি, গ্রামঃ বাড়ীগাঁও, থানাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।
২. নামঃ মিতু সরকার, পিতার নামঃ ভবেশ সরকার, বয়সঃ ১৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ দশম শ্রেণি, গ্রামঃ বাড়ীগাঁও, থানাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।
৩. নামঃ মালা রাণী সরকার, পিতাঃ মৃত দিলীপ কুমার সরকার, বয়সঃ ৩৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতঃ ১০ম শ্রেণি, গ্রামঃ বাড়ীগাঁও, থানাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা
৪. নামঃ বিনু রাণী সরকার, পিতার নামঃ মৃত হারান বৈরাগী, বয়সঃ ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৫ম শ্রেণি, গ্রামঃ বাড়ীগাঁও, থানাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।
৫. নামঃ সুদেবী রাণী সরকার, পিতার নামঃ সুফলান সরকার, বয়সঃ ৩৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ, গ্রামঃ বাড়ীগাঁও, থানাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।
৬. নামঃ লক্ষ্মী রাণী সরকার, পিতার নামঃ মৃত চন্দ্র মোহন সরকার, বয়সঃ ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৫ম শ্রেণি, গ্রামঃ বাড়ীগাঁও, থানাঃ ধামরাই, জেলাঃ ঢাকা।

গ্রন্থপঞ্জি

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১২), বাংলার ব্রত ও অন্যান্য ব্রত কথা, দীপায়ন, কলকাতা।
২. কমল চৌধুরী (২০১৫), বাংলার ব্রত ও আলপনা (কমল চৌধুরীঃ সম্পাদনা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৩. শীলা বসাক (২০১৭), বাংলার ব্রত পার্বণ, আনন্দ, কলকাতা।

[**Abstract:** Parts of Folk culture are being stretched out in around the world. Yet, Bangladeshi ladies have an exceptionally remarkable circle which has no per correlation aside from west Bengal. This is Vow of our folklife and dependent on those pledges a few stories grew up generally in Dhamrai sub-region of Dhaka. The Bengali of accounts of a pledge is an alternate custom to assemble passionate and abstract greatness. These stories are embedded in authoritative want, good luck and classical religion of ladies. We can be more acquainted with the psyche of Bengali ladies by this legacy search. For the blessed desire, ladies get imperativeness to do these. The composed legacies convey marks of broad character of society, human and scholarly impact. Ladies of various ages like youth, old and wedded get their craving satisfied by the custom function. In this paper, this part of folk society has been contemplated by the vow of Dhamrai area of Dhaka. To prepare this article Dhamrai area has been picked. Bargaon of Dhamrai is the key area of this research. Among all populace, ten families have been chosen for the investigation. Field study, interview, and literature review are chosen to look into approaches for this social research. This exploration has engaged and examined with the acts of the promise, recuperating by the direct participation of the collection of literature.]